ইউজিসিকে সবল ও কার্যকর করুন

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১০ মে ২০১৮

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে অর্থ অনুমোদনই এখনো মূল কাজ হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি)। কোন অনিয়ম দেখলে বা মানের প্রশ্ন উঠলে পাবলিক-প্রাইভেট উভয়ের ক্ষেত্রেই তা সমাধানের সুপারিশও করে তারা। তবে ওই পর্যন্তই, তা বাস্তবায়নের আইনি কোন ক্ষমতাই দেয়া হয়নি প্রতিষ্ঠানটিকে। তদারকি প্রতিষ্ঠানের এ অপূর্ণতা জিইয়ে রেখেই কলেবর বাড়ছে উচ্চশিক্ষার। ১৯৭৩ সালে ইউজিসি প্রতিষ্ঠার সময় দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র ছয়টি। এর মধ্যে চারটিই স্বায়ত্তশাসিত। অর্থাৎ সে সময় সরকারের অর্থায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্নের বাইরে তেমন কোন কাজ ছিল না প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে পাবলিক-প্রাইভেট মিলে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৫-এ। এ বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে যে ধরনের কাঠামো প্রয়োজন, ইউজিসির তা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউজিসির আইনি ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। অথচ প্রতিবেশী ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ইউজিসির আইনি ক্ষমতা অনেক বেশি। এসব দেশের ইউজিসি কোন প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম

দেখলে তা বন্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারে। তদারকি সংস্থার আইনি ক্ষমতা না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো এর সুযোগ নিতে চাইবে। ইউজিসির উল্লেখিত দুর্বলতার কারণে কার্যত সেটাই হচ্ছে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ধরা পড়ার পরও ইউজিসির আইনি ক্ষমতার অভাবে শাস্তি না পাওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই প্রতি বছর টিউশন ফি ও ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে উচ্চহারে ফি নেয়া হয় এমন বক্তব্য ইউজিসিরও। কিন্তু এ বিষয় সমাধানে ইউজিসির কোন উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধিতে ইউজিসির কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পও রয়েছে। কিন্তু সে প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ বণ্টন হয়, মানের তদারকি হচ্ছে না।

তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের প্রস্তাব ওঠে এক দশক আগেই ২০০৭ সালে। এরপর ইউজিসির পক্ষ থেকে দফায় দফায় প্রস্তাবনা পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে

রূপান্তরের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর নতুন করে আলোচনায় আসে বিষয়টি। তারপর এক বছরের বেশি সময় পার হলেও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কি সেটাই প্রশ্ন। অভিযোগ রয়েছে, নিজের কাছে ক্ষমতা ধরে রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন একটি মহল কিংবা সুবিধাবাদী আমলারাই এসব আটকে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্ব যাদের তাদের বাদ দিয়ে সবকিছুর জন্য যদি আমলাদের ওপর নির্ভর করেই থাকতে হয় তবে ইউজিসির আর দরকার কি? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলারাই নিজেদের খেয়ালখুশিমতো শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করুক। তারাই কারণে-অকারণে সব কর্মের হর্তাকর্তা হোক।

আমরা মনে করি, দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছে তদারকির দায়িত্ব দেয়া না হলে অনিয়ম কখনই বন্ধ হবে না এবং উচ্চশিক্ষার মানেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও দেশের উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমন্ডলে তুলে ধরতে হলে ইউজিসিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ইউজিসিকে সত্যিকার অর্থেই কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে আইনের সংশোধন করে পর্যাপ্ত লোকবল এবং স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এর কাঠামোও ঢেলে সাজাতে হবে। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইন না মানার প্রবণতা রয়েছে। এই প্রবণতা দূর করতে ইউজিসি যেন

সব ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে সে ব্যাপারে নজর দিতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই, সরকার উচ্চশিক্ষার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করবে। এটি উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।